# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

# বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

## রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

## গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

[গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ২০১২-১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

## পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

# প্রথম খণ্ড

## গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১২-২০১৪

## পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| ১. | মুখবন্ধ | -- |
| ২. | **প্রথম অধ্যায়** | ১ |
| | অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ | ২ |
| | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৩ |
| | ম্যানেজমেন্ট ইস্যু | ৪ |
| | অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ | ৪ |
| | অডিটের সুপারিশ | ৪ |
| ৩. | **দ্বিতীয় অধ্যায়** (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ) | ৫-১৪ |
| ৪. | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ১৪ |
| ৫. | অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট | দ্বিতীয় খন্ড |

# মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাছাড়া, দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority ও Local Authority এর হিসাবও নিরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক) এর ২০১২-২০১৪ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে/ ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পূনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৮টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ----------।
..... খ্রিষ্টাব্দ

**(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)**
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

# প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নং | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|---|
| ১ | চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পে জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহন মূল্যের সাথে ৭.৫% প্রশাসনিক খরচ প্রদান করায় ক্ষতি। | ২৩,৩৭,১৭,৪১৫ | ৬ |
| ২ | চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চউক ভবন, এনেক্স ভবনের স্পেস এবং নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া বকেয়া থাকায় রাজস্ব বাবদ আর্থিক ক্ষতি। | ৭৮,৬৬,০২১ | ৭ |
| ৩ | রাস্তার বাস্তবে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যের চেয়ে অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যে রাস্তা নির্মাণ দেখিয়ে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ। | ১,৮৫,৩৪,৮২১ | ৮ |
| ৪ | প্লট বরাদ্দের মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী লঙ্ঘনপূর্বক প্লট বরাদ্দ প্রাপকগণের জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত না করে ফেরত প্রদান করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি। | ২৬,২৫,০০০ | ৯-১০ |
| ৫ | রাস্তার জন্য অধিগ্রহনকৃত জমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভবন, সেমিপাকা দালান ও সেমিপাকা দালানের ছাদে বিদ্যমান ঢেউ টিনের ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য পরিশোধ করা হলেও উক্ত ভবনসমূহ হতে প্রাপ্ত এমএস রড, ইট ও ঢেউ টিন নিলামে বিক্রি না করায় সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি। | ১,৫৪,৩৯,৭৮০ | ১১ |
| ৬ | রাজশাহী ট্রাক টার্মিনাল, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল মার্কেট এবং সাহেব বাজার আরডিএ মার্কেটের বরাদ্দকৃত দোকান হতে রাজস্ব আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি। | ১,০২,৩৮,৭৬৪ | ১২ |
| ৭ | রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেটে বরাদ্দকৃত দোকান হতে বকেয়া রাজস্ব আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি। | ২,৪০,২৫,৪৩২ | ১৩ |
| ৮ | খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেট ও আন্তঃ বাস টার্মিনাল হতে যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করায় রাজস্ব অনাদায়ী। | ১৯,৩৪,৬২৪ | ১৪ |
| | **মোট =** | **৩১,৪৩,৮১,৮৫৭** | |

# অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

| | | |
|---|---|---|
| নিরীক্ষা অর্থ বৎসর | ঃ | ২০১২-২০১৪ |
| নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান | ঃ | চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| নিরীক্ষার প্রকৃতি | ঃ | কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা। |
| নিরীক্ষার সময় | ঃ | ২১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৭-০৫-২০১৫ খ্রিঃ |
| নিরীক্ষার পদ্ধতি | ঃ | স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ। |
| অডিট রিপোর্ট প্রনয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান | ঃ | জনাব খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান<br>মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা। |

## ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশ পরিপালন না করা।
- প্লট বরাদ্দের শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লঙ্ঘন করে ব্যয় করা।
- যথাযথভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় না করা।

## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- বাজেট বরাদ্দ/মঞ্জুরীর অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা।
- অর্থ আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- নিবিড় তদারকির অভাব।

## অডিটের সুপারিশ ঃ

- প্রতিবেদনে/রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিতকরণ।
- অডিট আপত্তি নিরসনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সময়ানুগ হস্তক্ষেপ নিশ্চিতকরণ।
- আর্থিক বিধিবিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- সরকারি রাজস্ব আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

## চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপৰ

**অনুচ্ছেদ-১**

**শিরোনামঃ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পে জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহন মূল্যের সাথে ৭.৫% প্রশাসনিক খরচ প্রদান করায় ২৩,৩৭,১৭,৪১৫ (তেইশ কোটি সাইত্রিশ লৰ সতের হাজার চারশত পনের) টাকা ৰতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সনের হিসাব ২১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি,ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত নথি নং ২১৮ ও ২২০ এর এল এ কেইস নং-৭/২০১৩-১৪ ও ৮/২০১৩-২০১৪ যাবতীয় কাগজপত্র, অধিগ্রহনকৃত ভূমির প্রাক্কলন ও জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম কে প্রদত্ত অর্থের চেক সমূহ পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, এল এ কেইস নং-৭/২০১৩-২০১৪ মূলে ২৫.৯৯৫ একর বিভিন্ন প্রকার ভূমি অধিগ্রহন মূল্যের সাথে ৭.৫% অতিরিক্ত প্রশাসনিক মূল্য ১৩,২৬,২৪,২৯০ টাকাসহ মোট (ভূমির মূল্য ১৭৬,৮৩,২৩,৮৭১+ ৭.৫% হারে ১৩,২৬,২৪,২৯০)= ১৯০,০৯,৪৮,১৬২ টাকা পূবালী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
- অনুরূপভাবে এল.এ. কেস নং ৮/২০১৩-২০১৪ মূলে ২২.৮৩৬৩ একর বিভিন্ন শ্রেণীর জমির অধিগ্রহন মূল্য= ১,৩৪,৭৯,০৮,৩৪৩ টাকার সাথে ৭.৫% অতিরিক্ত প্রশাসনিক মূল্য বাবদ ১০,১০,৯৩,১২৫ টাকা সহ (১,৩৪,৭৯,০৮,৩৪৩+১০,১০,৯৩,১২৫)= ১,৪৪,৯০,০১,৪৬৮ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর পূবালী ব্যাংক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে।
- অর্থাৎ অধিগ্রহন মূল্যের সাথে প্রশাসনিক খরচ যুক্ত করায় (১৩,২৬,২৪,২৯০+১০,১০,৯৩,১২৫)= ২৩,৩৭,১৭,৪১৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০১]**।
- নিরীক্ষাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব আবদুচ সালাম।

**অনিয়মের কারণঃ**

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর ২৫-০১-২০০৭ তারিখের স্মারক নং অম/অবি/ব্যয় নিঃ২/ভূমি-১/২৮১ এর নির্দেশনা মোতাবেক এল.এ মামলায় ক্ষতিপূরনের টাকা হতে আনুষঙ্গিক/প্রশাসনিক ব্যয় মিটানোর জন্য কোন অর্থ পরিশোধযোগ্য নয়।

**ফলাফলঃ**

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২৩,৩৭,১৭,৪১৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

জবাব প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নয় বিধায় গ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি। ভূমি অধিগ্রহন ম্যানুয়েল ৪৫(ঝ-০) ধারায় আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার উপর হলে আনুষঙ্গিক/প্রশাসনিক খরচ বাবদ ৭.৫% হারে দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তৎমতে এল.এ মামলা নং ০৭/২০১৩-২০১৪ ও ০৮/২০১৩-২০১৪ এর অনুকূলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রাক্কলনে প্রশাসনিক খরচ বাবদ মোট (১৩,২৬,২৪,২৯০+ ১০,১০,৯৩,১২৫) = ২৩,৩৭,১৭,৪১৫ টাকা চাওয়া হয় এবং চউক কর্তৃক তা পরিশোধ করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার বিষয়ে চউক অবগত নয়। অর্থ মন্ত্রনালয়ের সার্কুলার পাওয়ার পর তৎমতে টাকা ফেরত প্রদানের জন্য ডিসি অফিস বরাবর পত্র লেখা হবে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব প্রমাণক দ্বারা সমর্থিত নয় বিধায় গ্রহনযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ২৪-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে অবহিত করা আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-২**

**শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপৰের চউক ভবন, এনেক্স ভবনের স্পেস এবং নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া বকেয়া থাকায় রাজস্ব বাবদ ৭৮,৬৬,০২১ টাকা আর্থিক ৰতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২১-০৩-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০২-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চউক ভবন, এনেক্স ভবনের ব্যবহারকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং চউক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন মার্কেটের নিকট হতে ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও বকেয়া ভাড়ার তালিকা পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, দুটি ভবনের স্পেস ব্যবহারকারীদের এবং বিভিন্ন মার্কেটের দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট হতে ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে দুটি ভবনের স্পেস ব্যবহারকারীদের ও বিভিন্ন মার্কেটের বরাদ্দগ্রহীতাদের নিকট হতে বকেয়া বাবদ ৭৮,৬৬,০২১ (আটাত্তর লক্ষ ছিষট্টি হাজার একুশ) টাকা অনাদায়ী রয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০২(১-২)]**।
- নিরীক্ষাকালীন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চউক) এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব আবদুচ সালাম। উল্লেখ্য যে, ২০০৮-১০ এবং ২০১০-১৩ সনে বকেয়া সংক্রান্ত অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়।

**অনিয়মের কারণঃ**

সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭(এ) নং অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা বিভাগীয় কর্মকর্তার দায়িত্ব। উল্লেখ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

**ফলাফলঃ**

বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া বকেয়া থাকায় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

বকেয়া আদায়ের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বকেয়া আদায় করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহনযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘ দিন যাবৎ কেন উক্ত বকেয়া অনাদায়ী রয়েছে সে বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ২৪-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনাদায়ী টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে অবহিত করা আবশ্যক।

## রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপৰ

**অনুচ্ছেদ-৩**

**শিরোনাম ঃ রাস্তার বাস্তবে প্রাপ্ত দৈর্ঘ্যের চেয়ে অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যে রাস্তা নির্মাণ দেখিয়ে ঠিকাদারকে ১,৮৫,৩৪,৮২১ (এক কোটি পঁচাশি লৰ চৌত্রিশ হাজার আটশত একুশ) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

**বিবরণ ঃ**

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১২-১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার মেসার্স রাকা এন্টারপ্রাইজ (জেভি) কর্তৃক সম্পাদিত রাজশাহী মহানগরীর সাহেববাজার হতে গৌরহাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মানের ভাউচার, এমবি, প্রাক্কলন ইত্যাদি পর্যালোচনা করাসহ গাড়ী নম্বর- রাজ-মেট্রো-চ-৫১-০০১১ এর মাধ্যমে ২ বার রাস্তার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়।
- এতে দেখা যায়, বাস্তবে নির্মিত রাস্তার দৈর্ঘ্য গাড়ী নম্বর-রাজ-মেট্রো-চ-৫১-০০১১ এর মিটার অনুযায়ী ১১০০ মিটার। ফলে (১১০০×১০.৮৮)=১১,৯৬৮ বর্গ মিটার এলাকায় রাস্তা নির্মানের কার্যক্রম সীমিত থাকা উচিত ছিল।
- কিন্তু এমবি নম্বর-১০৯/আর ডিএ,১৫৫/আর ডিএ,১৭৯/আর ডিএ এর রেকর্ড এবং ১১তম চলতি ও চূড়ান্ত বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় সাবগ্রেড তৈরী কাজে ৮৯৩.৯৬ বর্গ মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (৮৯৩.৯৬ ×১৫০) = ১,৩৪,০৯৪ টাকা; বালি ভরাট কাজে ২৬৮.১৮ ঘনমিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (২৬৮.১৮×৬০০) = ১,৬০,৯০৮ টাকা; সাববেজ তৈরী কাজে ৬৮০.৮৮ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (৬৮০.৮৮×৩৫০০)= ২৩,৮৩,০৮০ টাকা; বেজ টাইপ-১ তৈরী কাজে ৯৭২.৭৪ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (৯৭২.৭৪×৫২০০)= ৫০,৫৮,২৪৮ টাকা; প্রাইম কোট তৈরীর কাজে ৪৫০৪.৭৩ বর্গ মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (৪৫০৪.৭৩×১০০) = ৪,৫০,৪৭৩ টাকা; ডেন্স কার্পেটিং তৈরী কাজে ২৫১.৭২ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (২৫১.৭২×৮৪০০) = ২১,১৪,৪৪৮ টাকা; পার্ট-ই,আরসিসি ড্রেন নির্মান কাজের আইটেম নম্বর-৪ (এ) এর বেজ ঢালাই কাজে ২২৮.৬২ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (২২৮.৬২×৯০০০) = ২০,৫৭,৫৮০ টাকা; দেয়াল ঢালাই/ তৈরী কাজে ৩৪৮.৭৯ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (৩৪৮.৭৯× ১১০০০) = ৩৮,৩৬,৬৯০ টাকা এবং টপ স্ল্যাব তৈরী কাজে ২৩৩.৯৩ ঘন মিটার অতিরিক্ত কাজ দেখিয়ে ঠিকাদারকে (২৩৩.৯৩×১০,০০০)= ২৩,৩৯,৩০০ টাকাসহ মোট (১,৩৪,০৯৪+১,৬০,৯০৮+২৩,৮৩,০৮০+৫০,৫৮,২৪৮+৪,৫০,৪৭৩+২১,১৪,৪৪৮+২০,৫৭,৫৮০+৩৮,৩৬,৬৯০ +২৩,৩৯,৩০০) = ১,৮৫,৩৪,৮২১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৩]**।
- জিএফআর বিধি-১০ অনুযায়ী কোন ক্রমেই প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন অর্থ সরকারি তহবিল হতে যেন পরিশোধ করা না হয় সেদিকে ব্যয়নকারী কর্মকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।
- জিএফআর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বা তার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে সে জন্য তিনি শতভাগ দায়ী হবেন।
- নিরীক্ষাকালীন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব আবদুস সামাদ।

**অনিয়মের কারণঃ**

- জিএফআর বিধি-১০ এবং ২৩ অনুসরন না করা।

**ফলাফলঃ**

- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১,৮৫,৩৪,৮২১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারন নথিপত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

- অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মান দেখানোর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ জড়িত কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-৪**

**শিরোনামঃ পল্লট বরাদ্দের মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী লঙ্ঘনপূর্বক পল্লট বরাদ্দ প্রাপকগণের জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত না করে ফেরত প্রদান করায় সংস্থার ২৬,২৫,০০০ (ছাব্বিশ লৰ পঁচিশ হাজার) টাকা আর্থিক ৰতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে রাউকের বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত আবাসিক প্লট বরাদ্দপত্র সংক্রান্ত নীতিমালা, বরাদ্দপত্র, জামানত ফেরত সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী লঙ্ঘনপূর্বক প্লট বরাদ্দ প্রাপকগণের নিকট থেকে আবেদনপত্রের সাথে জমাকৃত জামানতের অর্থ ফেরত (প্লট বরাদ্দ প্রাপকগণের বিভিন্ন অজুহাতে আবেদনের প্রেক্ষিতে) প্রদান করা হয়েছে। এতে রাউক/সংস্থার ২৬,২৫,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৪]**।
- অথচ বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ৮৭ নং প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা জনাব শিবলী নোমান (বুদ্ধিজীবি/সাংবাদিক ক্যাটাগরীতে) কর্তৃক আর্থিক সমস্যার কারণে প্লট বরাদ্দ বাতিল করে তার জমাকৃত অর্থ ফেরত চাইলে বরাদ্দ পত্রের ১৩ নং শর্তের উল্লেখ পূর্বক উক্ত গ্রাহকের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ ১ম কিস্তি বাবদ জমাকৃত ২,০০,০০০ টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (নোটাংশ অনুমোদন ১৭-০৬-২০১৪ খ্রিঃ)। পরিশিষ্টে বর্ণিত অন্যান্য প্লট প্রাপ্ত আবেদনকারীগণের ক্ষেত্রেও জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করার কথা থাকলেও তাদের জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করা হয়।
- প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী খ অংশ ক্রমিক-৮ মোতাবেক যে কোন কিস্তির টাকা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে প্লটের বরাদ্দ বাতিল হবে এবং এরুপ ক্ষেত্রে জামানতের টাকা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। তবে পরিশোধিত কিস্তি ও সুদের টাকা বরাদ্দ প্রাপককে ফেরত দেওয়া হবে।
- প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী খ অংশ ক্রমিক-১০ মোতাবেক লীজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে কোন বরাদ্দ প্রাপক তার বরাদ্দ প্রত্যর্পণ করতে পারবেন। এরুপ ক্ষেত্রে তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। তবে পরিশোধিত কিস্তি ও সুদ (যদি থাকে) তাকে ফেরত দেওয়া হবে।
- তিনশত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর সম্পাদিত হলফনামায় প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি/শর্তাবলী অবহিত হয়ে এবং উল্লিখিত সকল শর্ত মেনে প্লট প্রাপকগণ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত আবাসিক প্লট বরাদ্দ পত্রের শর্তাবলী ক্রমিক-৮ মোতাবেক বরাদ্দপত্র অনুসারে নির্ধারিত কোন কিস্তি বা ক্ষেত্রমতে বর্ধিত টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে কোন প্রকার নোটিশ ছাড়াই বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং রাউক বাতিল করণের বিষয়টি বরাদ্দ প্রাপককে পত্রযোগে অবহিত করবে। এরূপক্ষেত্রে জামানতের টাকা রাউকের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে,তবে পরিশোধিত কিস্তির টাকা (জামানত বাদ দিয়া) সংশিষ্ট বরাদ্দ প্রাপককে ফেরত দেয়া হবে। এক্ষেত্রে বরাদ্দ বাতিলপূর্বক জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- বরাদ্দপত্রের শর্তাবলী ক্রমিক-১৩ মোতাবেক লিজ দলিল সম্পাদনের পূর্বে কোন বরাদ্দ প্রাপক তার বরাদ্দ প্রত্যর্পন করতে পারবেন। এরুপক্ষেত্রে তার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হবে,তবে পরিশোধিত কিস্তি ও সুদ (যদি জমা থাকে) তাকে ফেরত দেওয়া হবে।
- বরাদ্দপত্রের শর্তাবলী ক্রমিক নং-২০ মোতাবেক রাউক বনলতা বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারণ ও আবাসিক এলাকা/উন্নয়ন এর লে-আউট নকশা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধণ করতে পারবে। তদানুযায়ী বরাদ্দ মানতে গ্রহীতা বাধ্য থাকবেন। এতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।
- নিরীক্ষাকালীন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব আবদুস সামাদ।

**অনিয়মের কারণঃ**

- প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি ও বরাদ্দপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

**ফলাফলঃ**

- প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাদি ও বরাদ্দপত্রের শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতি ২৬,২৫,০০০ টাকা।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- প্লট বরাদ্দ প্রবিধানমালা-২০০৭ এর (৭)(৩) ধারা অনুযায়ী যারা প্লটের বরাদ্দপ্রাপ্ত হন নাই বা প্লট বরাদ্দ গ্রহণে অনিচ্ছুক বা যাদের আবেদন বাতিল করা হয়েছে তাদের জামানতের টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বরাদ্দ বিধিমালা-২০০৭ এর (৭)(৩) ধারা নিরীক্ষাকালীন সময়ে উপস্থাপন করা হয়নি। এমনকি তাৎক্ষনিক জবাবের সাথেও বর্নিত বিধিমালার কপি সংযুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত লিজ ডীড সম্পাদনের পূর্বে কোন বরাদ্দ প্রাপক তার বরাদ্দ সমর্পন করলে তার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

- প্লট বরাদ্দের মৌলিক শর্তাবলী লঙ্ঘনপূর্বক প্লট বরাদ্দ প্রাপকগণের জামানতের অর্থ-ফেরত প্রদান করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তাদের নিকট হতে উক্ত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-৫**

**শিরোনামঃ রাস্তার জন্য অধিগ্রহনকৃত জমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভবন, সেমিপাকা দালান ও সেমিপাকা দালানের ছাদে বিদ্যমান ঢেউ টিনের ৰতিপূরণ বাবদ মূল্য পরিশোধ করা হলেও উক্ত ভবনসমূহ হতে প্রাপ্ত এমএস রড, ইট ও ঢেউ টিন নিলামে বিক্রি না করায় সংস্থার ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকার রাজস্ব ৰতি।**

**বিবরণঃ**

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১২-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গৌরহাঙ্গা মোড় হতে সাহেব বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজে দ্বিতীয় সংশোধিত আরডিপিপি পৃষ্ঠা-৯৭ ও ৯৮ (এ্যাপেন্ডিক্স-এফ, কপিসংযুক্ত) পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,
- গৌরহাঙ্গা মোড় হতে সাহেব বাজার পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার জন্য ১৭৪৯ হেক্টর জমি হুকুম দখল করা হয়। উক্ত দখলকৃত জমিতে বিদ্যমান ৫ম তলা ভবন ও সেমিপাকা ভবনের জন্য ক্ষতিপূরণ/মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। মূল্য পরিশোধকৃত ভবনের আরসিসি ভাঙ্গা কাজ থেকে প্রাপ্ত এমএস রড, সুপার স্ট্রাকচার ও সাব-স্ট্রাকচার থেকে প্রাপ্ত ইট এবং সেমিপাকা দালান থেকে প্রাপ্ত ঢেউটিন উদ্ধার করা হলেও তা নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয় লব্ধ ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকা সংস্থার তহবিলে/ সরকারী তহবিলে জমার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপচারীতায় বর্ণিত স্ট্রাকচার হতে উদ্ধার প্রাপ্ত মালামাল রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব তত্ত্বাবধানে আনলেও তার বিক্রয় লব্ধ অর্থ কোন হিসাবে জমা করা হয়েছে তা নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। অধিকন্তু ষ্টোর নিরীক্ষাকালীন গৌড়হাঙ্গা হতে সাহেব বাজার পর্যন্ত রাস্তা হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত কোন মালামাল পাওয়া যায়নি এমনকি উদ্ধারকৃত মালামালের কোন সার্ভে রিপোর্ট দেখাতে পারেনি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৫]**।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের প্যারা-১৭৭ (এ) অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে ধার্য করা, আদায় করা ও তা সরকারের হিসাবে হিসাবভুক্ত করা বিভাগীয়/ অফিস প্রধানের দায়িত্ব।
- জিএফআর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বা তার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে সে জন্য তিনি শতভাগ দায়ী হবেন।
- জিএফআর বিধি-২২ অনুযায়ী চুরি ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে তা অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে বিস্তারিত তদন্ত সম্পাদন করে ঘটনা সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সুপারিশসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**অনিয়মের কারণঃ**

- জিএফআর এর বিধি-২২ ও ২৩ এর বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

**ফলাফলঃ**

- অধিগ্রহণকৃত বিভিন্ন ভবন, সেমিপাকা দালান ও সেমিপাকা দালানের ছাদ হতে প্রাপ্ত এমএস রড, ইট ও ঢেউ টিন নিলামে বিক্রি না করায় সংস্থার ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সংশ্লিষ্ট নথি দেখে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথি পত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

- গৌরহাঙ্গা মোড় হতে সাহেব বাজার পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার জন্য অধীগ্রহণকৃত ভূমিতে বিদ্যমান বিভিন্ন ভবন, সেমিপাকা দালান ও সেমিপাকা দালানের ছাদে বিদ্যমান ঢেউটিন, দরজা জানালার পাল্লা, গ্রীল, বারান্দার গ্রীলসহ অন্যান্য মালামালের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলেও উক্ত ভবনসমূহের আরসিসি ঢালাই কাজ হতে প্রাপ্ত এমএস রড, ইটের গাঁথুনি হতে প্রাপ্ত ইট এবং সেমিপাকা ভবন থেকে প্রাপ্ত ঢেউটিন, দরজা জানালার পাল্লা, গ্রীল,বারান্দার গ্রীল ইত্যাদি নিলামে বিক্রয় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় মালামাল নিলামে বিক্রয়ের পর সমুদয় অর্থ যথাযথ হিসাবে জমার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৬**

**শিরোনাম ঃ রাজশাহী ট্রাক টার্মিনাল, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল মার্কেট এবং সাহেব বাজার আরডিএ মার্কেটের বরাদ্দকৃত দোকান হতে ১,০২,৩৮,৭৬৪ (এক কোটি দুই লৰ আটত্রিশ হাজার সাতশত চৌষট্টি) টাকা রাজস্ব আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।**

**বিবরণ ঃ**

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১২-১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে গাড়ী নম্বর-রাজ-মেট্রো-চ-৫১-০০১১ এর মাধ্যমে রাজশাহী ট্রাক টার্মিনাল, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল মার্কেট বাস্তব যাচাই, ঠিকাদার কর্তৃক আরডিএ মার্কেটের নির্মান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, ট্রাক ও বাস টার্মিনাল সংলগ্ন পার্শ্বস্থ প্যান্ডেল, দোতলা মার্কেট বাস্তব পরিদর্শন এবং মাসিক ভাড়া আদায়ের বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,-
- রাজশাহী ট্রাক টার্মিনাল মার্কেটের ৯১২০ বর্গফুট দোকান বিভিন্ন ব্যক্তিকে বরাদ্দ প্রদান করা হলেও উক্ত দোকানের ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ০৩ (তিন) বছরে মোট ৮,৯১,৩৬০ টাকা আদায় করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।
- রাজশাহী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল মার্কেটের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় অবস্থিত একটি দ্বি-তল মার্কেট, প্যান্ডেল ও দোতলা ভবনের ভাড়া বাবদ ৩৯,০৭,৩৯২ টাকা আদায় করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।
- রাজশাহী সাহেব বাজার আরডিএ মার্কেটের আন্ডারগ্রাউন্ড হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ৭৪৪৪৫.৯১ বর্গফুট মার্কেট হতে ২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ০৩ (তিন) বছরে মোট ৫৮,৮৬,৮০০ টাকা আদায়যোগ্য হলেও বরাদ্দগ্রহীতার নিকট হতে আগষ্ট-২০১৪ পর্যন্ত মাত্র ৪,৪৬,৭৮৮ টাকা আদায় করা হয়েছে। ফলে (৫৮,৮৬,৮০০-৪,৪৬,৭৮৮)= ৫৪,৪০,০১২ টাকা ভাড়া বাবদ বকেয়া আদায় করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি।
- ফলে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), রাজশাহী কার্যালয়ের বরাদ্দকৃত টার্মিনাল মার্কেট এবং দোকান ভাড়া বাবদ সর্বমোট (৮,৯১,৩৬০+৩৯,০৭,৩৯২+৫৪,৪০,০১২) = ১,০২,৩৮,৭৬৪ টাকা ভাড়া বাবদ বকেয়া রাজস্ব আদায় করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা করার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি [**পরিশিষ্ট-০৬(১-৩)]**।
- উল্লেখ্য যে, ২০০৬-০৮, ২০০৮-১০ এবং ২০১০-১৩ সনে উক্ত কার্যালয়ের নিরীক্ষায় অনুরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল।
- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭(এ) অনুযায়ী সরকারী রাজস্ব যথাসময়ে ধার্য করা, আদায় করা এবং তা সরকারের হিসাবভূক্ত করা বিভাগীয় অফিস প্রধানের দায়িত্ব।
- জিএফআর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার বা তার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘাটতি বা অন্য কোন ভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে সেজন্য তিনি শতভাগ দায়ী থাকবেন।
- জিএফআর বিধি-২২ অনুযায়ী চুরি, ঘাটতি বা অন্য কোনভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে তা অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে বিস্তারিত তদন্ত সম্পাদন করে ঘটনা সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সুপারিশসহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**অনিয়মের কারণঃ**

- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭(এ), জিএফআর এর বিধি-২২ ও ২৩ এর বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

**ফলাফলঃ**

- ট্রাক টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল ও রাউকের বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া আদায় না করায় রাউকের ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- সংশ্লিষ্ট নথি দেখে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথি পত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

- মার্কেটসমুহে বরাদ্দকৃত দোকান হতে রাজস্ব আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করার পর জমার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

**অনুচ্ছেদ-০৭**

**শিরোনাম ঃ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপৰের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেটে বরাদ্দকৃত দোকান হতে বকেয়া রাজস্ব আদায় না করায় কর্তৃপৰের আর্থিক ৰতি ২,৪০,২৫,৪৩২ টাকা।**

**বিবরণ ঃ**

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক), রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১২-১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৬-০৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ(রাউক), ও ঠিকাদারের মধ্যে পূবালী মার্কেটের নির্মাণ চুক্তিপত্র, গোধূলি মার্কেটের নির্মাণ চুক্তি এবং পদ্মা আবাসিক এলাকার ১ তলা মার্কেট নির্মাণ চুক্তি আগষ্ট-২০১৪ মাসের ভাড়া আদায়ের বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, রাজশাহী পূবালী মার্কেটের নীচতলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত ৩২,৮২৮.৫১ বর্গফুট মার্কেট হতে ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ সন পর্যন্ত ৪ বছরে অর্থাৎ ৪৮ মাসে ৩৬,১৪,৯৬৯.৭৬ টাকা ভাড়া আদায়যোগ্য হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আগষ্ট-২০১৪ পর্যন্ত মাত্র ১,৯০,৯১১ টাকা আদায় করেছে। ফলে দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট জুন-২০১৪ পর্যন্ত (৩৬,১৪,৯৬৯.৭৬-১,৯০,৯১১) = ৩৪,২৪,০৫৮.৭৬ টাকা বকেয়া রয়েছে, গোধুলী মার্কেটের নিচ তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত ৭৬,৮১০৪১ বর্গফুট মার্কেট হতে ২০০৭-০৮, ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২,২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সন পর্যন্ত ৭ বছরে অর্থাৎ ৮৪ মাসে ১,৬৫,৩৭,১৮৯ টাকা ভাড়া আদায়যোগ্য হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আগষ্ট-২০১৪ পর্যন্ত মাত্র ১,৩৫,৪৯২ টাকা আদায় করেছে ফলে দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকট (১,৬৫,৩৭,১৮৯ - ১,৩৫,৪৯২) = ১,৬৪,০১,৬৯৭ টাকা বকেয়া রয়েছে এবং পদ্মা আবাসিক এলাকার ৫৮৩ নং প্লটে নির্মিত এক তলা মার্কেটের ১৪,৫৮২.২১ বর্গফুট মার্কেট হতে ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২,২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সন পর্যন্ত ৬ বছরে অর্থাৎ ৭২ মাসে ৪১,৯৯,৬৭৬.৪৮ টাকা ভাড়া আদায়যোগ্য হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আগষ্ট-২০১৪ পর্যন্ত কোন ভাড়া আদায় করেনি। ফলে দোকান বরাদ্দ গ্রহীতাদের নিকটে জুন-২০১৪ পর্যন্ত ৪১,৯৯,৬৭৬.৪৮ টাকা সহ সর্বমোট (৩৪,২৪,০৫৮.৭৬+১,৬৪,০১,৬৯৭+৪১,৯৯,৬৭৬.৪৮) = ২,৪০,২৫,৪৩২ টাকা বকেয়া রয়েছে। যা আদায়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৭(১)(২)(৩)]**।
- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭(এ) অনুযায়ী সরকারি রাজস্ব যথাসময়ে ধার্য করা, আদায় করা এবং তা সরকারের হিসাবে হিসাবভূক্ত করা বিভাগীয়/অফিস প্রধানের দায়িত্ব।
- জিএফআর বিধি-২৩ অনুযায়ী সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা বা তার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তার দায়িত্বে অবহেলার জন্য জালিয়াতি, প্রতারণা, ঘাটতি বা অন্য কোনভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে সে জন্য তিনি শতভাগ দায়ী হবেন।
- জিএফআর বিধি-২২ অনুযায়ী চুরি, ঘাটতি বা অন্য কোনভাবে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হলে তা অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই তা উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। পরবর্তীতে বিস্তারিত তদন্ত সম্পাদন করে ঘটনা সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন সুপারিশসহ উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে হবে। উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নিরীক্ষাকালীন রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাউক) এর চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুস সামাদ।

**অনিয়মের কারণঃ**

- সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭(এ), জিএফআর এর বিধি-২২ ও ২৩ এর বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

**ফলাফলঃ**

- রাউকের বিভিন্ন মার্কেটের ভাড়া আদায় না করায় রাউকের ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- সর্বশেষ নথি দেখে পরবর্তীতে জবাব জানানো হবে।

**নিরীৰা মন্তব্য ঃ**

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নথি পত্র পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে বিগত ০৯-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারিপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশ ঃ**

- মার্কেটসমুহের বরাদ্দকৃত দোকান হতে রাজস্ব আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করার পর জমার প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

## খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপৰ

**অনুচ্ছেদ-০৮**

**শিরোনামঃ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপৰের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেট ও আন্তঃ বাস টার্মিনাল হতে যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করায় অনাদায়ী ১৯,৩৪,৬২৪ (উনিশ লৰ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত চব্বিশ) টাকা।**

**বিবরনঃ**

- চেয়ারম্যান, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-০৪-১৫ খ্রিঃ হতে ০৭-০৫-১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে দেখা যায় কার্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেট ও আন্তঃ বাস টার্মিনাল ভাড়া আদায় রেজিষ্টারসহ প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ভাড়া আদায়ের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগন যথাসময়ে ভাড়া আদায় না করায় কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত বকেয়ার সৃষ্টি হয়েছে **[বিস্তারিত পরিশিষ্ট-০৮]**।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের অনুচ্ছেদ নং ১৭৭(এ) অনুযায়ী যে কোন প্রকার রাজস্ব না আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।
- উক্ত সময়ে খুউক এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন জনাব (১) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাসুদ হোসেন, এনডিসি (২) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ শামছুল আলম, পিএসসি।

**অনিয়মের কারণঃ**

- সিপিডব্লিউ-এ কোডের প্যারা ১৭৭(এ) যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।

**ফলাফলঃ**

- খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন মার্কেট ও বাস টার্মিনালের ভাড়া আদায় না করায় খুউক এর ১,৫৪,৩৯,৭৮০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- স্থানীয় নিরীক্ষা দল কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ভাড়া আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া। অডিট আপত্তিতে উল্লেখিত বকেয়া টাকা অচিরেই আদায় হয়ে যাবে। বকেয়া টাকা আদায়ের পর অডিটকে অবহিত করা হবে। অতএব, আলোচ্য অডিট আপিত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

**নিরীৰা মন্তব্যঃ**

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। বিপুল পরিমান বকেয়া অনাদায়ীর জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ২০১০-২০১৩ অর্থ সনে এরূপ বকেয়া অনাদায়ীর জন্য অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত। এ সময় জনাব জি এম মাসুদুর রহমান, সিনিয়র বৈষয়িক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১১-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয় বরাবর আধা-সরকারীপত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীৰার সুপারিশঃ**

- এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অনাদায়ী টাকা অতিসত্ত্বর আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

.....বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ----------।
..... খ্রিষ্টাব্দ

**(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)**
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।